এই সময় সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

বাস্তবতা এতই কঠিন যে কখনও কখনও বুকের ভিতর গড়ে তোলা বিন্দু বিন্দু ভালবাসাও অসহায় হয়ে পড়ে।
— হুমায়ূন আহমেদ

বিলম্ব

ভারতে কোভিড টিকাকরণ প্রকল্পে গতিসঞ্চার হলেও এখনও অনেক পথ চলা বাকি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্যে সংক্রমণের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বগতিও লক্ষণীয়। অতএব টিকাকরণের গতি শুধু অব্যাহত রাখলেই চলবে না, তাকে দ্রুততর করতে হবে। অতএব যত প্রকার টিকা ব্যবহার করা যায়, ততই মঙ্গল। ভারতের সমস্যা হল, টিকাকরণের একটি বৃহদংশই ন্যস্ত হয়েছে সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া নির্মিত কোভিশিল্ড-এর উপর। অন্য দিকে ভারত বায়োটেক-এর কোভ্যাক্সিন-এর উৎপাদন প্রার্থিত স্তরে পৌঁছতে পারেনি। কোভ্যাক্সিন-এর ক্ষেত্রে অন্য গুরুতর সমস্যাটি হল, এই প্রতিষেধক এখনও পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আপৎকালীন ব্যবহারের ছাড়পত্র পায়নি। টিকাকরণ কর্মসূচির এত মাস কেটে যাওয়ার পরও এটি স্পষ্ট নয় যে কবে এই অনুমোদন পাওয়া যাবে, এবং এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণগুলি কী কী। যদিও কোভ্যাক্সিন-এর ব্যবহার তুলনায় কম, কিন্তু ভারতের ১২ শতাংশ টিকাই কোভ্যাক্সিন। অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে এই টিকাটি দ্রুত আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে ভারত বায়োটেক-এর থেকে অতিরিক্ত কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের জন্য। কিন্তু অনুমোদন প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা কাম্য।

বলা অসঙ্গত হবে না যে অতিমারীর প্রারম্ভিক পর্বে বিভিন্ন কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে। কোভ্যাক্সিন অনুমোদনের যেহেতু একটি বাণিজ্যিক দিকও আছে, অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতাই কাম্য। মনে রাখতে হবে যে একটি সংস্থার টিকার অনুমোদনে বিলম্বের অর্থ প্রতিযোগী সংস্থাগুলির লাভ। অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের কর্মপ্রণালী নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ না থাকে। একই দায় নির্মাতা সংস্থা ভারত বায়োটেক-এর উপরও বর্তায়। তাদেরও জানানো উচিত যে কী তথ্য চাওয়া হয়েছে, সেগুলি জমা দেওয়া হয়েছে কিনা এবং না হয়ে থাকলে তার কারণই বা কী। যারা কোভ্যাক্সিন নিয়েছে, তারা এখনও বিদেশে যেতে পারবে না, কারণ এই টিকার কোনও আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র নেই। অতএব তাদের স্বার্থে উদ্যোগী হতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। এটির থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা।

রক্ষা

দুই বিচারপতির বেঞ্চ সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, উপগ্রহ চিত্র কাজে লাগিয়ে গোটা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকা চিহ্নিত করে তা খুঁটি পুতে ঘিরে ফেলতে হবে। বহুকাল যাবৎ এই এলাকা নির্দিষ্ট রূপে চিহ্নিতকরণে অপেক্ষায় বলেই নানাবিধ সমস্যা হচ্ছে। আগামী ছ'মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। বড় শহরের লাগোয়া জলাভূমি আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুশকিল হল, শহর উন্নয়নের দাবি মোতাবেক যে হারে বাড়ে, জলাভূমির ক্ষেত্রে উল্টোমুখী গতিটি তীব্রতর হয়। অর্থাৎ, সেটি কলেবরে হ্রাস পায় শহরের আড়ে বহরে বাড়ার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে। কোথাওই প্রকৃতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যটি কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের আধুনিক ধাঁচাটি তৈরি করা যায়নি। অতএব, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায়ে শহরের জল বৃষ্টির পর নেমে যাওয়ার বদলে জায়গায় বেজায়গায় অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ জলা তৈরি হয়। সঙ্কুচিত জলাভূমি থেকে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয় বরাবরের মতো, এবং এই শহরের ক্ষেত্রে যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, পরিযায়ী পাখিদের একমাত্র শীতকালীন আবাস হিসেবে শুধুমাত্র চিড়িয়াখানাটিই থেকে যাবে যদি না দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে, নাগরিকরা যদি এটিকে নিজেদের ভিটের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে না দেখে, তা হলে শুধুমাত্র খুঁটি পুঁতে এটিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে কি?

অসংখ্যা

২০৪০০০০০

(দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ) — হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে মোট বই ও প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দিনকেদিন

৩১ অক্টোবর

১৮৭৫: বল্লভভাই প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী। লৌহমানব বলা হয় তাঁকে। ১৯৯১ সালে পান মরণোত্তর ভারতরত্ন।

১৯৮৪: ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন। ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭১ সালে পান ভারতরত্ন।

মোক্ষলাভ

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বোধিবৃক্ষ

তুমি অসঙ্গ (সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী), অক্রিয় (ক্রিয়াতীত), আত্মপ্রকাশ ও নিরঞ্জন; অতএব তুমি যে সমাধির জন্য বাসনা করিতেছ, উহাই বন্ধন। তোমা কর্ত্তৃক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং নিখিল পদার্থ তোমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; তুমি শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ; অতএব নীচ-চিত্ততা ত্যাগ কর। তুমি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, নির্ভয়, সদাশয়, অগাধবুদ্ধি, ক্ষোভবর্জ্জিত এবং চিন্মাত্রবাসনাশীল হও। বিশ্বময় সমস্ত সাকার পদার্থ মিথ্যা এবং নিরাকার আত্মতত্ত্বই সত্য; এইরূপ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম ধ্বংস হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর পুনরায় শরীরধারণ করিতে হয় না। আদর্শমধ্যস্থিত পদার্থের প্রতিকৃতি যেমন অভ্যন্তরে ও বাহিরে দুই দিকেই প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরও প্রাণিগণের দেহমুপকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া মধ্যে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বগত আকাশ যেমন ঘটের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মও নিরন্তর নিখিল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমি নিরঞ্জন, শান্ত, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও প্রকৃতি হইতে অতীত। আমি এতদিন মোহজালে বদ্ধ হইয়াছিলাম। আমিই (আত্মাই) এই দেহ প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ এই জগতের সকল পদার্থই আমা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে; নিখিল পদার্থেই আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, অথচ কিছুতেই সংলিপ্ত নহি। অধুনা আমি এই শরীর ও বিশ্ব ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ কৌশলে পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করিতেছি। ('শিব সংহিতা' থেকে গৃহীত)

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

অমর্ত্য সেনের স্মৃতিকথা স্রেফ সাফল্যের চূড়া ছুঁয়ে চলার উদ্‌যাপন নয়, এটি একটি বিশেষ সময়ের আধুনিকতামুখী জ্ঞানচর্চার মূল্যবান দলিল। পড়লেন **অচিন চক্রবর্তী**

হেমন্ত শিরোদকর

অমর্ত্য সেনের 'হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' স্বাভাবিক কারণেই চিন্তার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচ্য হবে সন্দেহ নেই। কফি হাউস থেকে হার্ভার্ড — সভ্য সমাজের এই সব চিহ্নগুলো আজ যখন আক্রমণের মুখে, অনতি-অতীতের সেই কালটা আমরা যেন ভুলতে বসেছি যখন এগুলিকে যথাক্রমে অ্যান্টি-ন্যাশনাল ষড়যন্ত্রের রান্নাঘর কিংবা অকর্মণ্যতার প্রতীক বলে দেগে দেওয়ার ন্যক্কারজনক প্রবণতা মাথা তোলেনি। আমাদের জনজীবন এখন 'সহজে মা মন মেতেছে/ কঠিনে আর যাই নে তাই'। সহজিয়া এই জ্ঞানের আঁতুড়ঘর হিসেবে এক্ষণে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যাপ্ত চরাচর।

অমর্ত্যর বই আমাদের সেই উত্তেজক সময়ের মধ্যে টেনে নেয় যখন সহজ উত্তরকে সন্দেহের চোখে দেখা হত, যখন সদ্য স্কুল-পেরনো একঝাঁক যুবক কফি হাউসে বসে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে তর্কের তুফান তুলছে, বামপন্থায় ঝোঁক কিন্তু বাম দলের কার্যকলাপ নিয়ে অনেক প্রশ্ন, কলকাতার বাজারে সদ্য আগত তত্ত্বের বইটি দোকান-মালিককে কাকুতিমিনতি করে এক রাত্রের জন্যে নিয়ে পড়ে ফেলে পরের দিন ফেরত দিচ্ছে। 'নোট'-নামক অপরিহার্য বস্তুটি সংগ্রহের আগ্রহ-আতিশয্যে স্যারের কারখানার প্রতি ধাবমান স্মার্ট ছাত্রকুল তখনও কালের গর্ভে। যুদ্ধোত্তর পশ্চিম বিশ্বের প্রগতির আখ্যান তার সমস্ত দ্বান্দ্বিকতা নিয়েই ওই সদ্যযুবাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তখনও, যা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের টেলিওলজি রূপে তখনও মর্যাদা পায়। এই স্মৃতিকথা তাই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাফল্যের চূড়ো ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলার উদ্‌যাপন মাত্র নয়, পশ্চিম-অনুসারী বিশ্বায়িত আধুনিকতামুখী একটি অগ্রণী চর্চাধারার প্রগতির একটা পর্যায়ের দলিল হিসেবে পড়তে হয় একে।

অমর্ত্য তাঁর দার্শনিক অবস্থানটি বইয়ের গোড়াতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দর্শনে বা সমাজবিজ্ঞানের অন্য ধারায় ইদানীং যা সহজেই 'এলিট' আখ্যা পেয়ে থাকে। মানবসভ্যতাকে তিনি এক অখণ্ড বিশ্ব-সভ্যতা হিসেবে দেখার পক্ষপাতী। মিলন-সম্ভাবনা-রহিত আলাদা আলাদা খণ্ড হিসেবে আপাত ভাবে যা প্রতিভাত হয় আদতে তা একই অখণ্ড সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এমনই মত তাঁর। তথাকথিত 'সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘর্ষ'র তত্ত্বের বিপরীত অবস্থান নিয়ে থাকেন তিনি। ইতিহাসবিদরা অবশ্য বলছেন আলোকায়নের ধারণার হাত ধরে সভ্যতার সর্বজনীনতায় যে বিশ্বাস, ইতিহাসে তার সমর্থন পাওয়া যায় নি। যা-ই হোক, সে অন্য তর্ক, দীপেশ চক্রবর্তীরা করবেন। ফিরে আসি অমর্ত্য সেনের বিদগ্ধ পরিব্রজ্যার মুচমুচে আখ্যানে।

চরৈবেতি কথাটি তাঁর ক্ষেত্রে যতটা প্রাসঙ্গিক — আক্ষরিক এবং রূপক উভয়বিধ অর্থেই — তেমনটা খুব বেশি দেখা যায় না। ভ্রমণশীল তিনি আশৈশব। তৎকালীন বর্মা মুলুকে শৈশবের তিন বছর। তার পর ঢাকা, শান্তিনিকেতন, কলকাতা হয়ে কেমব্রিজ। ছাত্রজীবন শেষেও সেই ভ্রাম্যমাণতা অব্যাহত, বস্তুত সমধিক। আসা-যাওয়ার মাঝখানে কখনও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তো কখনও যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে। তার পর কিছু কালের জন্যে থিতু হলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর সেখানেই এই চমকপ্রদ ভ্রমণকথা শেষ হল, আপাতত, পরের দশকগুলি নিয়ে কৌতূহল উস্কে দিয়ে। পৌনে নয় দশকের জীবনের প্রথম তিন দশক নিয়েই চারশতাধিক পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ।

দাদামশায় ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে কথোপকথন থেকে মামা-কাকাদের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা ঘিরে তর্ক — সব থেকেই শিক্ষা নিতে নিতে এগোনো তাঁর। এসেছে কিছু অসাধারণ শিক্ষক আর একের পর এক বন্ধু সহাধ্যায়ী আর সহকর্মীদের কথা। সাহচর্য ও বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে জ্ঞানের প্রসার হতে পারে, তার সমর্থনে গোড়াতে আল বিরুনির কথা এনেছেন। এই ইরানি গণিতবিদ দশম শতকে ভারতবর্ষে আসেন এবং অনেকটা কাল কাটান ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি চর্চায়। ভারতীয় গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলেও একটু খোঁচা দিতেও ছাড়েননি আল বিরুনি — ভারতীয়রা এমন বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন যে বিষয়ে তাঁরা কিচ্ছু জানেন না! অমর্ত্য কথা দিচ্ছেন তিনি সেই বিষয়েই বলেছেন যে বিষয়ে তিনি খানিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সবটা 'জেনেছেন' কি না নিশ্চিত নন।

তাঁর লেখনশৈলীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই উপভোগ করবেন আগাগোড়া সেই ভঙ্গি, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গতি, সমাজ-সংসার নিয়ে তাঁদের উদ্ভট কিংবা খাপছাড়া চিন্তাও, এক রকম স্নিগ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সরসতায় চুবিয়ে প্লেটে সাজিয়ে দেন। আমাদের জনপরিসর যখন 'কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ'-এ পরিব্যাপ্ত, তখন এই শ্লেষ-কটাক্ষ বর্জিত মিষ্টি মিষ্টি বর্ণন মনটাকে ফুরফুরে করে দেয়। 'ছেলেটা ফেল করেছে' যতটা রূঢ় শোনায়, 'ছেলেটা পাশ করতে পারেনি' ততটা নয়। আর এই মঞ্জুভাষণে অমর্ত্য সেন যে সিদ্ধহস্ত তা কে না জানে।

> অমর্ত্যর বই সেই উত্তেজক সময়ের মধ্যে টেনে নেয় যখন সহজ উত্তরকে সন্দেহের চোখে দেখা হত, যখন একঝাঁক যুবক কফি হাউসে বসে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে তর্কের তুফান তুলছে।

এমন অগণিত বুদ্ধিদীপ্ত সুরসিক মানুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যই বা ক'জনের হয়? কৈশোরে কঙ্করমামা-লঙ্করমামা থেকে যৌবনে স্রাফা-ডব-রবিনসন-স্যামুয়েলসন-সোলো-অ্যারো — এমন অজস্র বিচিত্র মানুষের মিছিল। পাঠক যতই এগোতে থাকবেন, বন্ধু ও পরিচিতদের সংখ্যা গুণিতক হারে বেড়ে চলবে। ভদ্রমহিলারা সবাই সুন্দরী ও 'চার্মিং', নারী-পুরুষ সাদাকালো নির্বিশেষে দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। শুধু তাঁর সহপাঠী বা পাঠিনীরা নন, তাঁদের মা-বাবারাও 'ফ্যাসিনেটিং টু টক উইথ'। লন্ডনে খুঁজে খুঁজে চলে যান বাবার সেই বান্ধবীর বাড়ি যাঁকে মোটর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে তাঁর পিতৃদেব সেকালে ৭০-৮০ মাইল গতিবেগে বিলেতভূমিতে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছেন। শুধু এক বাড়িউলির সাক্ষাত পেয়েছিলেন যিনি শিশুসুলভ সারল্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্নানের সময়ে তাঁর মতো বাদামিদের গাত্রবর্ণ জলে গলিত হয়ে স্নানঘরে ছড়িয়ে পড়ে কি না! সেই বাড়িতে অবশ্য তাঁকে থাকতে হয় নি।

প্রতি ছত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ ও বিশ্লেষণী ব্যবহার অবাক করে। বাংলার নদী নিয়ে বলতে গিয়ে যেমন এসে পড়ে অ্যাডাম স্মিথের উল্লেখ, ততধিক গুরুত্ব পায় ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হুমায়ুন কবীরের উপন্যাস 'নদী ও নারী' যা সেকালের বাংলায় বহু-পঠিত। আর এই তথ্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে আখ্যান এগিয়ে নিয়ে চলা — এমন অনায়াস দক্ষতায় তিনি করেন যা পাঠককে এতটুকু ভারাক্রান্ত করে না।

মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছু পর্যবেক্ষণে চোখ আটকে যায়, গভীর ভাবে ভাবায়। যেমন বর্মায় ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে চলে আসেন সে দেশের এখনকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কথায়। অং-সান-স্যু-চির দীর্ঘ লড়াই অন্তে ক্ষমতায় আসার প্রশংসা থেকে চলে আসেন রোহিঙ্গাদের প্রতি স্যু-চি সরকারের অমানবিক অবস্থানের সমালোচনায়। তাঁর মতে, দীর্ঘ মিলিটারি শাসনকালে ধারাবাহিক ভাবে রোহিঙ্গা-ঘৃণার বিষ এমন ভাবে জনমানসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে স্যু-চি-র পক্ষে এর উলটোটা করা সম্ভব ছিল না গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সরকারে ক্ষমতা দখল করতে গেলে।

কথাটি ভাবায়। ভারতে এমন সিঁদুরে মেঘ কি ইতিমধ্যেই দেখছি না? ঘৃণার বিষ যে ভাবে আফিমের মতো জনমানসকে আচ্ছন্ন করে চলেছে, একটা সময় আসবে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে — গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অঙ্ক মেনেই — কোনও দলের পক্ষেই আর ভোটে জেতা সম্ভব হবে না হয়তো।

উল্লেখ করার মতো এমন গভীর পর্যবেক্ষণ প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই রয়েছে। যেমন শান্তিনিকেতনের সহপাঠিনীদের কথায় এসে পড়ে লিঙ্গবৈষম্যের কথা অদ্ভুত ভাবে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন অসম্ভব মেধাবী, আর তাঁদের মেধার স্বীকৃতির পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ শান্তিনিকেতনে অবশ্যই ছিল। তবু তাঁর মনে হয়েছে, 'এঁরা কতটা মেধাবী তা অন্যদেরকে যতটা বুঝতে দিয়েছে, তার থেকে এঁদের মেধা ছিল অনেক বেশি'। এই 'বুঝতে দিয়েছে' কথাটায় চমকিত হতে হয়। 'আমাদের সংস্কৃতিই মেয়েদের অনুভব করতে শিখিয়েছে বুদ্ধি ও মেধার দাবি গুটিয়ে রাখলে ছেলেরা খুশিতে থাকবে, প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়বে না'।

জনৈক প্রধানমন্ত্রী যখন 'হার্ভার্ড বনাম হার্ড ওয়ার্ক' বলে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন, আমজনতা হয়তো ভেবে বসে হার্ভার্ডে কাজকম্মো তেমন করতে হয় না। কী পরিমাণ পরিশ্রমের ফলে এমন একটি জীবন নির্মিত হয় তা সম্ভবত আমাদের কল্পনারও অতীত।

হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার
অমর্ত্য সেন
অ্যালেন লেন। ৮৯৯ টাকা

অণুপত্রিকা ৬

কৃষ্ণেন্দু চাকী

কোরক

■ পত্রিকাটির শারদ ২০২১ সংখ্যার মূল বিষয় পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে নৌ বিদ্রোহ পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। দু'টি পর্বে বিভক্ত প্রবন্ধ গুলির প্রথম পর্বে উঠে এসেছে পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলন। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও উপেক্ষিত নিম্ন জাতিবর্গের আন্দোলনগুলিকেও এখানে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিদ্রোহের উপাদান নিয়ে আলোচনা। যেখানে উঠে এসেছে আনন্দমঠ, নীলদর্পণ থেকে শুরু করে উৎপল দত্তের ব্রিটিশ-বিরোধী নাটকের কথাও। এ ছাড়াও রয়েছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রবন্ধ। সব মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দলিল।
যোগাযোগ: ৯৪৩৩৫৩১২২৫

আত্মবিকাশ

■ এই সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে অমর্ত্য সেন সংখ্যা ও বিজ্ঞানী দিলীপ কুমার বসু ক্রোড়পত্র হিসাবে। পত্রিকার প্রবন্ধ অংশে উঠে এসেছে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের অবদান। দারিদ্রের অর্থনীতি থেকে শুরু করে উন্নয়নের মাপকাঠি, এই বিশ্বখ্যাত মানুষটির কাজ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ভাবনা সম্পর্কে কিছু টুকরো কথা। ক্রোড়পত্র অংশে স্মরণ করা হয়েছে বিজ্ঞানী দিলীপ কুমার বসুকে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা থেকে শুরু করে জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে অনীশ দেবের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে আরও অনেকের স্মৃতির সরণি বেয়ে। 'আত্মবিকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞানীর কিছু নির্বাচিত রচনা এবং কবিতাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই সংখ্যায়।
যোগাযোগ : ৯৬৭৪৫৭৪১৬০

সুচেতনা

■ রজতজয়ন্তী বর্ষে পা দিল এই ষাণ্মাসিক পত্রিকাটি। সংকলনটিতে বিশেষ ভাবে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্যের নানা অজানা দিকের খোঁজ। এই সংখ্যার প্রথম পর্বে রয়েছে সুচেতনায় গল্প বা প্রবন্ধ চর্চার ইতিহাস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা মানেই গহীন অরণ্যের রহস্যমাখা হাতছানি। সেই সুন্দরবনের এক সূর্যমূর্তি, সঙ্গে ইতিহাসের একাল সেকাল এবং বিভ্রান্তি নিয়ে সেজে উঠেছে পত্রিকার দ্বিতীয় পর্বে আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশটি। লোকশিল্প এবং লোকসংস্কৃতি অংশে উঠে এসেছে নদীমাতৃক এই জেলার নৌশিল্প থেকে শুরু করে বিখ্যাত কাঠের ঠাকুর, মাটির পুতুল, ডাংপুতুল আর সোঁদরব্রতের কথা। এ ছাড়াও ধর্মসংস্কৃতি এবং সাহিত্য অংশেও খোঁজ মিলবে আরও নানা মননশীল আলোচনার।
যোগাযোগ : ৯৯০৩৫৪৮৯৯৩

উদার আকাশ

■ কুড়ি বছর সম্পূর্ণ করল পত্রিকাটি। সেই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংখ্যায় রয়েছে এক বিস্তৃত পরিসরে সাহিত্যচর্চা। সেখানে প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের স্মরণে যেমন রয়েছে আলোচনামূলক প্রবন্ধ তেমনই পরবর্তী অংশে উঠে এসেছেন পার্থ সেনগুপ্তের মতো ব্যক্তিত্ব। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সাহিত্য, গান নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মনোজ্ঞ আলোচনা সংখ্যাটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। রয়েছে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র ইংরাজি অনুবাদ। বিভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ গুলিতে উঠে এসেছে সত্যজিতের 'পোস্টমাস্টার' থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়নে আম্বেদকর, বাংলা নাটক এবং চলচ্চিত্র অথবা ইসলামের নানান বিষয়ের আলোচনা। এ ছাড়াও গ্রন্থ সমালোচনা, সুখপাঠ্য গল্প, অণুনাটিকা, অণু উপন্যাস এবং ছড়া ও কবিতা পাঠককে তৃপ্ত করবে।
যোগাযোগ : ৯৭৩৩৯৭৪৪৯৮

জ্বলদর্চি

■ পত্রিকার বিশেষ পুনর্মুদ্রণ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের সীমিত মুদ্রণ এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার আড়ালে হারিয়ে যেতে বসা কিছু পরীক্ষামূলক লেখা। যা এত দিন পত্রিকার সীমিত পাঠকবৃত্তের মধ্যে আলোচিত হত, তা সেই বেড়াজাল টপকে বৃহত্তর মনোজ্ঞ পাঠকশ্রেণির কাছে আত্মপ্রকাশের দাবি রাখে। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত সাহিত্যচর্চার এই নিদর্শনগুলির মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ হয়েছে দু'মলাটের মাঝে। যা থেকে খোঁজ মেলে সাহিত্যের বিবর্তনের। প্রকাশিত কবিতা গল্প প্রবন্ধ সাক্ষাৎকারগুলির মধ্যে উঠে এসেছে সেই স্মৃতিমেদুরতার স্বাদ।
যোগাযোগ : ৯৭৩২৫৩৪৪৮৪

নান্দীপট

■ বার্ষিক নাট্যপত্রের তৃতীয় বর্ষের সংখ্যাটি নিবেদিত কিংবদন্তি কবি শঙ্খ ঘোষের প্রতি। তাঁর নাট্য ভাবনা, নাটক নিয়ে নানা কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন আলোচনায়। কী রকম নাট্যচর্চায় তিনি পেতে চেয়েছেন আধুনিকতার স্বাদ? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ কালের নাটক আর অভিনয়মুক্তির কোন দিকনির্দেশ দিতে চেয়েছেন তিনি? এ ছাড়াও রয়েছে আকাশবাণীতে প্রচারিত তাঁর একটি সাক্ষাৎকার। পত্রিকার পরবর্তী অংশে এসেছে প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজীবনের নানা অংশ। এ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়ের মতো ব্যক্তিত্বদের নাট্যপ্রসঙ্গের নানা দিক আলোচিত হয়েছে এই সংখ্যায়।
যোগাযোগ : ৯৮৩০২৫৪৫৬২

এইসময় GOLD THE TIMES GROUP

বই নিয়ে নতুন বিভাগ
বুক Talk
সংক্ষিপ্তসার, রিভিউ ও রেটিং
এই কনটেন্টটি শুনতে লগ অন করুন
www.eisamaygold.com

বইচই

দলিতের লড়াই

পূর্ববঙ্গের বাড়িতে প্রায়শই আসতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পল্লীকবি জসিমউদ্দিনের উৎসাহেই তাঁর লেখালিখির শুরু। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুক্তিযুদ্ধের আবহে ওপার বাঙলার অগণিত মানুষের ভাগ্যে হঠাৎই নেমে আসা বিপর্যয়ের অনুসারী হয়ে দেশছাড়া, ঘরছুট জীবনই ভবিতব্য ছিল ফরিদপুরের সাতপাড় বড়বাড়ির সন্তান অমরেশ বিশ্বাসের। কী ভাবে সেই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিনি নিজে উত্তীর্ণ হলেন জীবনের পথে, তারই আখ্যান এই বইটি। জাতি-বর্ণভেদে আচ্ছন্ন দেশ ও সমাজে এক দলিত সন্তানের অবিরাম সংগ্রামের বাস্তব দলিল।
বড়বাড়ির অমরেশ বিশ্বাস। প্রভাস রায় ও মিতা সাহা। আদতকথা। ১৫০ টাকা

নতুন বেদান্ত

পশ্চিমের নতুন দর্শন ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে উনিশ শতকের বাঙালির মনে জন্ম নিচ্ছিল ভিন্ন স্বাদের এক পৃথিবী! সেই মনে প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবের প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নেওয়া হচ্ছিল বেদান্তকে। ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বরের গদাই ঠাকুর হয়ে সুদূর জার্মান দেশে মোক্ষমুলারের মতো সাহেবসুবোরাও মেতেছিলেন বেদান্তে। সেই বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছেন বিবেকানন্দ। কিন্তু বাঙালির বেদান্ত উচ্ছ্বাসে সারবস্তু কতটা? সঙ্গে সেই নতুন ইতিহাস পাঠের কলোনিয়াল বৃত্তান্তের কিছু ভিন্নধর্মী কাটাছেঁড়া।
উল্টোরথের যাত্রা সারথী বিবেকানন্দ
সম্পাদনা করুণাপ্রসাদ দে। সুচেতনা। ২৯০ টাকা

অজানা সক্রেটিস

সক্রেটিসের জীবন ও কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাচীন গ্রিসের কোনো জীবনীকারের লেখায় নেই। তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তার উৎস প্লেটোর কথোপকথন, এরিস্টোফেনিসের নাটকসমূহ এবং জেনোফোন-এর কথোপকথন সমূহ। অ্যাকাডেমিক দর্শন শাস্ত্রে সক্রেটিস পড়ানো হলেও দর্শন ছাড়িয়ে তিনি মিশে গেছেন প্রতিটি যুগের মানুষের মাঝে। অধ্যাপক হার. এস্ তাঁর গ্রন্থটিতে বহু অজানা উত্তর দিয়েছেন। দেখিয়েছেন কী ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারায় এবং দর্শন তত্ত্বের সাযুজ্যে সক্রেটিস হয়ে উঠেছেন এক কিংবদন্তি সত্য।
সক্রেটিস। অধ্যাপক হার.এস্। বইতরণী। ৫০০ টাকা

রেডিওর নাটক

রেডিওতে সম্প্রচারিত ভিন্ন স্বাদের জনপ্রিয় তেরোটি নাটক দিয়ে সাজানো এই বইতে যেমন আছে মৌলিক নাটক, তেমনি আছে সত্যজিৎ রায়ের 'অতিথি' গল্পের নাট্যরূপ। প্রতিটি নাটক সমাজের জটিলতম দিকগুলোয় আলোকপাত করেছে। বাপী সেন হত্যাকে মনে করায় 'বছর শেষের দিনটা', কন্যাভ্রূণের প্রতি নিষ্ঠুরতা তুলে ধরে 'ভ্রূণা', পথের কুকুর আপন হয় 'আত্মিক বন্ধন'-এ, আবার যৌনকর্মী মা হয়ে ওঠে 'কার্তিক' নাটকে। শ্রুতি এবং মঞ্চনাটক, দু'ভাবেই নাটকগুলি উপস্থাপনযোগ্য।
বেতারের তেরো নাটক
চকিতা চট্টোপাধ্যায়। লালমাটি প্রকাশন। ১৮০ টাকা

নিবেদন

বইচই বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখক বা প্রকাশকের তরফ থেকে বইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বাধিক ১০০ শব্দ) এবং বইটির প্রচ্ছদের ছবি চাওয়া হচ্ছে। মেল ঠিকানা: boi.samay@gmail.com